দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

শিক্ষা

# শিক্ষাঙ্গন সংস্কারে কমিউনিটি

ড. নমিতা হালদার

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা অথবা মান বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে বরাবরই সংশয় রয়েছে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত অর্থাৎ সরকার কর্তৃক বেতন ভাতার দায়দায়িত্ব বহন করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, মেরামত অর্থাৎ উন্নয়নের জন্য বিপুল ব্যয়ভার এককভাবে সরকারের পক্ষে বহন করা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে। উন্নয়নের এই আবশ্যিক খাতটিকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তার উপর একটি চমকপ্রদ বাস্তবমুখী সমাধান খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র সিভিল সার্ভেন্ট দল।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন MATT (Managing At The Top) ২ একটি ওয়ার্কশপ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স। দেড় মাসব্যাপী আয়োজিত এই ওয়ার্কশপে সরকারের উপ-সচিব এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সেবার সহজীকরণকে লক্ষ্য স্থির করে স্বল্প সময়ে (২/৩ মাস) বাস্তবায়নযোগ্য টেকসই প্রকল্প সম্পন্ন করার কলাকৌশল খুঁজে বের করাই এই ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য। Performance Improvement Project (PIP) নামে ৫/৬ জনের সিভিল সার্ভেন্ট নিয়ে ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই সব গ্রুপ প্রশাসনিক সংস্কারসহ নানা ধরনের উন্নয়নশীলমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রকল্প হাতে নিয়ে তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে পর্যাপ্ত যুক্তি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহকারে প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তার অনুমোদন দিয়ে থাকে। এভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রায় অর্ধ-শতাধিক প্রকল্প অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছেন সিভিল সার্ভেন্টরা।

MATT-2 এর ৭ম ব্যাচের গ্রুপ "এক" এর PIP গ্রুপটি এমনই একটি চমকপ্রদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে যা অচিরেই সরকার এবং শিক্ষাঙ্গনে মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সরকারের উপর চাপ কমিয়ে কমিউনিটির সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং শিক্ষার মানোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়ে এই গ্রুপটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্বল্প সময়ে সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার শিকদার আব্দুল মালেক বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে বেছে নেন এই গ্রুপের ৬ জন সদস্য (২ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ সচিব)। ১.৪০ একর জমির ওপর বিগত ১৯৮৮ইং সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির প্রায় ৬৫ শতাংশ জুড়ে ছিল একটি বৃহৎ ডোবা। ৪৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যুষিত স্কুলটিতে খেলার মাঠ, কমনরুম এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি জরাজীর্ণ টয়লেট ছিল। পরিবেশগত কারণে স্কুলটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম এবং পাসের হারও হতাশাব্যঞ্জক। এ সকল অবস্থার নিরসনকল্পে PIP গ্রুপটি একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেয়। কমুইনিটি তথা এলাকাবাসীকে প্রকল্পে সম্পৃক্ত করে সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে অত্যন্ত সহজে। ইতিমধ্যে ৬৫ শতাংশের ডোবাটি ভরাট হয়ে সুদীর্ঘ খেলার মাঠ প্রস্তুত হয়েছে। টয়লেট, কমনরুম, টিউবওয়েল এসব স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কমিউনিটির স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সহায়তায় শিকদার আব্দুল মালেক স্কুলের বাহ্যিক অবয়ব সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে।

ইংরেজি ১ম ও ২য়পত্র এবং অংকে এই ৩টি বিষয়ের উপর মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো এই কার্যক্রমে শিক্ষকরা বিনা পারিশ্রমিকে পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। মাত্র ৩০/- ফি ধার্যে S.S.C. পরীক্ষার সিমুলেশন হিসাবে ১৭টি স্কুলের আসন বিন্যাস করা হয়েছে বন্দর গার্লস স্কুল ও বিএম.ইউ. স্কুলে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আসন্ন S.S.C. পরীক্ষার হল সম্পর্কিত ভয়ভীতি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। অভিভাবকদের সাথে কথা বলে তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানা গেল। ভবিষ্যতে তারা সকল বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেয়ার অনুরোধ জানান।



শিক্ষার মানোন্নয়ন করা ছিল প্রকল্পের অপর প্রধান উদ্দেশ্য। সরকারের চলমান TQI (Teaching Quality Improvement) প্রকল্পের আওতায় অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত এসব শিক্ষক দ্বারা এখন স্কুলে পরিচালিত হচ্ছে স্পেশাল কোচিং ক্লাস। ক্লাস ix, x এবং S.S.C. Test- এ যে সব দরিদ্র ছাত্রী রেজাল্ট ভাল করতে পারেনি তাদের মধ্য থেকে ১০ জনকে বেছে নিয়ে এই স্পেশাল কোচিং ক্লাস চালু করা হয়েছে। অচিরেই এসব ছাত্রীর Performance Test নিয়ে দেখা হবে তারা তাদের সবশেষে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার তুলনায় কতটা ভাল করতে পেরেছে। PIP গ্রুপের সদস্যরা তাদের নিজ উদ্যোগে এই ছাত্রীদের বইসহ লেখাপড়ার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করেছেন।

শিকদার আব্দুল মালেক স্কুলে বাস্তবায়নাধীন PIP গ্রুপের প্রকল্পটি নিয়ে বন্দর উপজেলায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার ১৭টি স্কুলে একযোগে পরিচালনা করা হচ্ছে S.S.C. পরীক্ষা পূর্ব Model Test। বিগত ৩০-০১-০৮ থেকে ০২-০২-০৮ইং তারিখ পর্যন্ত বন্দর উপজেলার ১৭টি স্কুলের ৮৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রথম উদ্যোগ হিসাবে সিভিল সার্ভেন্টদের এই ক্ষুদ্র গ্রুপটির উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হতে চলেছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে আসন্ন S.S.C.র রেজাল্ট থেকে।

তবে উদ্যোগটি যে মহৎ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কমুইনিটির স্বেচ্ছাদান এবং স্বেচ্ছা শ্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক কাজে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উদ্বুদ্ধকরণের যে দায়ভার সিভিল সার্ভেন্টরা নিয়েছেন তা অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আ. আউয়াল মজুমদার বন্দর থানার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। যুগ্ম-সচিব জনাব এনআই খান মডেল টেস্ট পরিচালনাকালীন সময়ে বন্দর থানার বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে এটাকে Best Practice হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং দেশব্যাপী Replicate করার মনোভাব ব্যক্ত করেন। যদি তা করা সম্ভব হয় তবে সার্থক হবে ক্ষুদ্র সিভিল সার্ভেন্ট দলটির প্রয়াস। [লেখক: সরকারের উপ-সচিব]